সংবাদ

তারিখ 14 DEC 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকাতে দুদকের ৮ সুপারিশ

কোচিং ও নিয়োগ বাণিজ্যসহ শিক্ষায় দুর্নীতি ঠেকাতে ৩৯ দফা সুপারিশ দুদক শিক্ষা টিমের

প্রশ্ন ফাঁসের মাধ্যমে ছাত্রদের দুর্নীতির পাঠ শুরু

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে ছাত্ররা পরিচিতি হচ্ছে দুর্নীতির সঙ্গে। অর্থের বিনিময়ে দুর্নীতিপরায়ণ সরকারি কর্মকর্তারা এ ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সম্ভাব্য উৎস শিক্ষা বোর্ড, সরকারি প্রেস (বিজি প্রেস) ট্রেজারি এবং পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। এই সব প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবাজ বা অসাধু কর্মকর্তাদের সঙ্গে যুক্ত থাকে কোচিং সেন্টার, শিক্ষক ও সংঘবদ্ধ একাধিক অপরাধী চক্র। প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকাতে এসব অপরাধী চক্রকে প্রতিরোধে দুর্নীতি দমন কমিশন দীর্ঘ অনুসন্ধান চালিয়ে ৮টি সুপারিশ করেছে। দুর্নীতি দমন কমিশন শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে গঠিত 'শিক্ষা সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক টিম' এর অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে এ সুপারিশ করা হয়। এই প্রতিবেদনে প্রশ্নপত্র ফাঁস ছাড়াও নোট/গাইড, কোচিং বাণিজ্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণ, এমপিওভুক্তি, নিয়োগ ও বদলিসহ বিভিন্ন প্রকারে দুর্নীতির উৎস এবং তা বন্ধের জন্য ৩৯টি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করা হয়েছে। গতকাল সুপারিশ কমিশনে অনুমোদনের পর কমিশনের সচিব ড. মো. শামসুল আরেফিনের স্বাক্ষরে অনুসন্ধানকালে প্রাপ্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে।

কমিশনের প্রতিবেদনে দুর্নীতির উৎস, দুদকের আইনি ম্যান্ডেট এবং এসব দুর্নীতি প্রতিরোধে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছে দুদকের বিশেষ টিমের সদস্যরা। 'শিক্ষা সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক টিম' এর প্রধান ছিলেন দুদকের পরিচালক মীর মো. জয়নুল আবেদীন। দুই সদস্যের এই টিমের অন্য সদস্য ছিলেন সহকারী পরিচালক মো. হাফিজুর রহমান। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ছাড়াও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদফতরের মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের প্রধান প্রকৌশলীর কাছে সুপারিশগুলো পাঠানো হয়েছে।

পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও বিতরণের দায়িত্বে থাকেন সরকারি প্রশ্নপত্র : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

প্রশ্নপত্র : ফাঁস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্মকর্তারা। তারা পরস্পর যোগসাজশে অর্থের বিনিময়ে প্রশ্নফাঁস করে। প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত দুর্নীতি প্রতিরোধে কমিশন থেকে ৮টি সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশে বলা হয়েছে। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কমিটিতে মেধাবী সৎ এবং মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষক বাছাই করে নিয়োগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কমিটিতে ইংরেজি অনুবাদের জন্য একজন অনুবাদক নিয়োগ করা যেতে পারে। এই প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও বিতরণে যারা থাকবেন তাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নামা নিতে হবে। যাতে উল্লেখ থাকবে যে তাদের সন্তান, কিংবা পোষ্য সংশ্লিষ্ট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন না। অর্থাৎ স্বার্থের দ্বন্দ্ব যেন না থাকে। এই অঙ্গীকারনামা যাচাই পূর্বক তাদের মনোনয়ন দেয়া যেতে পারে। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত মডারেটরসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কঠোর নজরদারিত্বে রাখা যেতে পারে। প্রশ্নপত্র বিশেষ লক সংবলিত বক্সের মাধ্যমে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও শিক্ষা কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রতিটি ট্রেজারিতে প্রশ্নপত্র পাঠাতে হবে। ডাবল লক সংবলিত এই তালা জেলা প্রশাসকের উপস্থিতিতে খোলা হবে এবং একই পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রশ্নপত্র উপজেলা পরীক্ষা কেন্দ্রে পাঠানো যেতে পারে। পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনতে হবে। প্রতিটি উপজেলায় সর্বোচ্চ দুইটির বেশি পরীক্ষা কেন্দ্র রাখা ঠিক হবে না। পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহ উপজেলা শহরে থাকলে ভালো। প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে যে সব অপরাধীকে গ্রেফতার করা হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে পাবলিক পরীক্ষা আইনে মামলা করাসহ মানি লন্ডারিং আইনে অথবা তথ্যযোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে মামলা দায়ের করা যেতে পারে। এই সব অপরাধে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংশ্লিষ্ট থাকলে দুদক এই সব মামলা বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগে দুদক আইনে মামলা করতে পারে। দুদকের প্রতিবেদনে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরা হয়। সেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির উৎস হিসেবে বলা হয়েছে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগে জাল সার্টিফিকেটের মাধ্যমে এমপিওভুক্তকরণ করা হয়। বোর্ড পরীক্ষার সময় ফরম পূরণে কোচিং ফি, হোস্টেল ভবন সংস্কার, শিক্ষা সামগ্রীসহ বিভিন্ন উন্নয়নের খাত দেখিয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয়। একইভাবে ভর্তির সময়ও এসব খাত দেখিয়ে অতিরিক্ত অর্থ নেয়া হয়। ল্যাবরেটরি ফি, মডেল টেস্টের নামেও নেয়া হয় টাকা। যা পুরোপুরি দুর্নীতি। এ ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধে ৫টি সুপারিশ করেছে দুদক। এগুলো হলো– জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের অধিযাচন অনুসারে প্রচলিত সব নিয়মাবলি অনুসরণ করে প্রতিবছর নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে পিএসসির আদলে কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। বর্তমানে এমপিওভুক্ত বিকেন্দ্রীকরণের কারণে দুর্নীতি কিছুটা কমলেও জাল সার্টিফিকেট, জাল রেজুলেশন এমনকি প্রযুক্তির জালিয়াতির একাধিক ঘটনা দুদক তদন্ত করছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আরও সতর্ক হওয়া দরকার। কর্মকর্তা-কর্মচারী এসব কাজে সংশ্লিষ্ট থাকলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। নিয়মিত মনিটরিং করার ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক এবং প্রশাসনিক অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য উদঘাটনের দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরের। দুর্নীতি দমন কমিশন এই অধিদফতরের একজন কর্মকর্তাকে ঘুষসহ গ্রেফতার করেছে। অনেকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। মূলত এইসব প্রতিষ্ঠানের ছায়াতলে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। এক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সিবিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদায়নের নীতিমালা অনুসরণ করে নিয়মিত বদলির ব্যবস্থা করতে হবে। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের নীতিমালা অনুসারে কর্মকর্তারা একটানা তিন বছরের বেশি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আওতাধীন বিভিন্ন দফতর, অধিদফতর ও সংস্থায় থাকতে পারবেন না। এসব দফতরে কিভাবে কতিপয় কর্মকর্তারা বছরের পর বছর রয়েছেন বিষয়টি মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখতে পারে। নতুন স্কুলে কলেজ বা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নীতিমালার যথাযথ অনুসরণ প্রয়োজন। শিক্ষকদের পেনশন প্রাপ্তিতে দুর্নীতি নির্মূল করতে হলে তাদের আবেদনের সাথে সাথেই তাদেরকে পেনশন পাওয়ার সময় জানিয়ে দিতে হবে। কোন অবস্থাতেই সিরিয়াল ভঙ্গ করা যাবে না।

দুদকের প্রতিবেদনে জাতীয় শিক্ষক্রম পাঠ্যপুস্তক বোর্ড(এনসিটিবি), শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের বিভিন্ন দুর্নীতির উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত দেওয়া হয়েছে। এখানে কোন ক্ষেত্রে কিভাবে দুর্নীতি হয় তা বলা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের দুর্নীতি প্রতিরোধে ৫ টি শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের দুর্নীতি প্রতিরোধে ৭ টি এবং শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি বন্ধে ৬ টি সুপারিশ করা হয়েছে।